০১ অক্টোবর ২০১৫

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫

রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘণ
দোহার উপজেলা নির্বাচনে ভোট কেন্দ্র দখল ও জাল ভোটের অভিযোগ
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড
গ্রেফতারের পর পায়ে গুলি
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জবাবদিহিতার অভাব ও রাষ্ট্রের দায়িত্বহীনতা
আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে গুম করার অভিযোগ
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের মানবাধিকার
সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা
মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ
সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন
গণপিটুনীতে হত্যা অব্যাহত
নারীর প্রতি সহিংসতা
মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে সরকারের বাধা

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্নতম স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। অংশ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজেদের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প নাই। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদ- ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি' কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। চরম রাষ্ট্রীয় হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘন

১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ৮ জন নিহত এবং ৫৬৪ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের মধ্যে ২৮টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১ জন নিহত ও ২৮৩ জন আহত হয়েছেন বলেও জানা গেছে।

২. সরকার সমর্থিত ছাত্রলীগ-যুবলীগের দুর্বৃত্তায়ন এবং বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন অব্যাহত রয়েছে। জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা না থাকার কারণে রাজনৈতিক পরিস্থিতি চরম সংকটকাল অতিক্রম করছে। আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের দুর্বৃত্তায়নের ফলে অন্তর্দলীয় অসংখ্য কোন্দলের ঘটনা ঘটছে। এইসব কোন্দলের বেশীর ভাগ ঘটনাই ঘটে ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন অন্যায় স্বার্থ হাসিল করতে গিয়ে। এছাড়া ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে ক্ষমতার অংশীদার জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) এর সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। অনেক ঘটনার মধ্যে সেপ্টেম্বর মাসে সংঘটিত দুটি ঘটনা তুলে ধরা হলো :

৩. গত ১০ সেপ্টেম্বর কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলায় ফারাকপুর রেলগেইট এলাকায় আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের ওপর জাসদ কর্মীরা হামলা চালালে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এই ঘটনায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের ভেড়ামারা কলেজ শাখার সাবেক আহ্বায়ক টুটুল রায়হান, মোকারিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ ৯নং ওয়ার্ডের সদস্য সিরাজুল ইসলাম ও তাঁর পুত্র নিশান (১৫) সহ কমপক্ষে ১০ জন আহত হন এবং একটি মোটর সাইকেল ভাংচুর করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় নিশানকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এর আগে গত ৭ সেপ্টেম্বর একই উপজেলার বাহাদুরপুর এলাকায় জাসদের কর্মীরা আওয়ামী যুবলীগ ও ছাত্রলীগের অফিসে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর করে।[১]

৪. গত ৫ সেপ্টেম্বর আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে রাজশাহী জেলার শাহ্ মখদুম থানা মোড়ে আওয়ামী লীগ সমর্থিত স্থানীয় থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফার সমর্থকদের সঙ্গে যুবলীগ নেতা

[১] মানবজমিন, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৫

মাসুদ রানার সমর্থকদের সংঘর্ষ হয়। এই সময় দুই পক্ষই ৩-৪ রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। এই সংঘর্ষে ৫ জন আহত হন।[২]

৫. *অধিকার* মনে করে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া বাতিল করে সরকার দেশকে এক চরম সংঘাতময় পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে, যার ফলে দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন, দুর্বৃত্তায়ন ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। *অধিকার* এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরনের লক্ষ্যে অবিলম্বে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সব দলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জনগণের কাছে গ্রহনযোগ্য ও জবাবদিহিতামূলক একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের আহ্বান জানাচ্ছে।

দোহার উপজেলা নির্বাচনে ভোট কেন্দ্র দখল, জাল ভোট, সংঘর্ষ ও অনিয়ম

৬. গত ২১ সেপ্টেম্বর ঢাকা জেলার দোহার উপজেলা নির্বাচন কেন্দ্র দখল, জাল ভোট, সংঘর্ষ ও অনিয়মের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনের দিন কেরানীগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান শাহীন আহমেদের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগ কর্মীরা বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয় এবং ভোটারদের ভয়ভীতি দেখায়। ভোটগ্রহনের শুরুতেই কেন্দ্রগুলোর ভেতর ও আশপাশে অবস্থান নেয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীরা। বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী সিরাজুল ইসলাম ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মেহবুব কবির জানান, তাঁরা র‍্যাব-বিজিবি ও পুলিশের কাছে এই ব্যাপারে সহযোগিতা চেয়েও পাননি। কেন্দ্র দখল ও জাল ভোটের প্রতিবাদে নির্বাচনের দিন দুপুর ১২টায় বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী সিরাজুল ইসলাম ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মেহবুব কবির সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান। এই বিতর্কিত নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী আলমগীর হোসেন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন।[৩]

৭. *অধিকার* মনে করে, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। অথচ নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। *অধিকার* মনে করে, বাংলাদেশে শক্তিশালী একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা অত্যন্ত জরুরী; যা দ্রুততম সময়ে একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে। ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও উপজেলা নির্বাচন এবং ২০১৫ সালে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম, সহিংসতা এবং ভোট জালিয়াতির ঘটনাগুলোই প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এখনও প্রয়োজন।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

৮. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য মতে সেপ্টেম্বর মাসে জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকা-ের শিকার হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৯ জন পুলিশের হাতে 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' এবং ৪ জন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। নিহত ১৩ জনের মধ্যে ১ জন নাপিত, ১ জন ধান ব্যবসায়ী, ১ জন

[২] মানবজমিন, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫
[৩] যুগান্তর ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৫

অটোরিক্সা ড্রাইভার, ১ জন একাদশ শ্রেণীর ছাত্র, ১ জন যুবক (যাঁর পেশা জানা যায়নি) ও ৮ জন কথিত অপরাধী ।

৯. বিচারবহির্ভূত হত্যাকা- অব্যাহত থাকায় দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। হত্যাকা-ের ঘটনাগুলো র‍্যাব-পুলিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে 'বন্দুকযুদ্ধ' বা 'ক্রসফায়ারের'[৪] ঘটনা হিসেবে দাবি করা হলেও ভিকটিম পরিবারগুলোর পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের স্বজনদের গুলি করে হত্যা করেছে। বারবার দোষীদের বিচারের সম্মুখীন করার দাবি জানানো হলেও বিচারবহির্ভূত হত্যাকা-ের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দায়মুক্তি প্রবলভাবে বিরাজমান। অনেকক্ষেত্রে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাঁদের অধস্তন কর্মকর্তাদেরকে গুলি করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেন। গত ২০ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর জেলায় পুলিশের এক সভায় ঢাকা রেঞ্জের উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক (ডিআইজি) এসএম মাহফুজুল হক নুরুজ্জামান পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, "একটি কথা মনে রাখতে হবে-যারা জনগণের জানামাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলে কিংবা সরকারি সম্পদ ধ্বংসের চেষ্টা করে, তাদের প্রতিহত করতে যা যা করা দরকার সবই করবেন। প্রয়োজন হলে সরাসরি গুলি করুন। দায় দায়িত্ব সব আমি নেব"।[৫]

১০. গত ১৫ সেপ্টেম্বর টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলায় সাতুটিয়া গ্রামের এক তরুণকে মারধর ও তাঁর মাকে শ্লীলতাহানী করা হয়। এই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত একই গ্রামের বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম ওরফে রোমা ও তার ভগ্নিপতি হাফিজুর রহমানের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এলাকাবাসী গত ১৮ সেপ্টেম্বর মিছিল বের করে এবং টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করলে পুলিশ তাতে বাধা দেয়। একপর্যায়ে মিছিলকারীরা থানার দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ আবারও তাদের বাধা দেয়। এই সময় বিক্ষোভকারী ও পুলিশের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে এবং পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। ফলে বিক্ষোভকারীরাও পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোঁড়ে। দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের একপর্যায়ে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে কালিহাতী উপজেলার কুষ্টিয়া গ্রামের ফারুক হোসেন (৩০), ঘাটাইল উপজেলার সালেঙ্কা গ্রামের শামীম হোসেন (৩২) ও শ্যামল চন্দ্র দাশ নিহত হন।[৬] গত ২০ সেপ্টেম্বর পুলিশের গুলিতে আহত রুবেল হোসেন (১৯) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। এই ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে কালিহাতী থানায় অজ্ঞাত পরিচয় তিনশত জনকে আসামী করে এবং ঘাটাইল থানায় ছয়শত জনকে আসামী করে মামলা দায়ের করেছে।[৭]

১১. গণহারে ব্যাপক সংখ্যক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদেরকে আসামী করে মামলা দায়ের করার কারণে ঐ এলাকায় বসবাসকারী মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘনের সম্ভবনা তৈরি হয়েছে; অথচ গুলি করে হত্যার ঘটনার সঙ্গে জড়িত পুলিশ সদস্যদের বিচারের সম্মুখিন করা হচ্ছে না।

১২. প্রত্যেক নাগরিকেরই ন্যায় বিচার পাবার অধিকার রয়েছে এবং আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান। *অধিকার* মনে করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকা- অব্যাহত থাকায় দেশে আইনের শাসন ও বিচার ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং এর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা চরম দায়মুক্তি ভোগ করছে।

---

[৪] ২০০৯ সালের ১৫ নভেম্বর মাদারীপুরে দুই সহোদর লুৎফর খালাসী এবং খায়রুল খালাসীর তথাকথিত 'ক্রসফায়ারে' মৃত্যুর ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ স্বঃপ্রণোদিত হয়ে সরকারের প্রতি রুল জারি করেন। ওই রুলে মাদারীপুরে ক্রসফায়ারে দুই সহোদরের হত্যাকা-কে কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, সেই বিষয়ে সরকারের কাছে জানতে চাওয়া হয়। ২০০৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর হাইকোর্টের ওই বেঞ্চে শুনানীর সময়ে রাষ্ট্রপক্ষ সময় চাইলে আদালত রুলের শুনানি না হওয়া পর্যন্ত ক্রসফায়ার বন্ধের নির্দেশ দেন। পরে প্রধান বিচারপতি বেঞ্চ পুনর্গঠন করলে রুল জারিকারী বেঞ্চ ভেঙে যায়। ফলে ঐ রুলের শুনানিসহ আরো কয়েকটি এই বিষয় সংক্রান্ত রুলের শুনানী আজ পর্যন্ত মুলতবী হয়ে আছে।

[৫] মানবজমিন, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫

[৬] প্রথম আলো, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫

[৭] যুগান্তর, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫

গ্রেফতারের পর পায়ে গুলি

১৩. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর এই নয় মাসে ৩২ জনকে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা আটকের পর পায়ে গুলি করেছে বলে জানা গেছে।

১৪. ২০১৩ সাল থেকেই পুলিশ কর্তৃক অভিযুক্ত ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের পায়ে গুলি করার নতুন এক নৃশংস প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেজনক। ইতিমধ্যেই আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে অনেকেই পঙ্গুত্ববরণ করেছেন। বিরোধীদলের আন্দোলন দমন করতে গিয়ে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে; যার শিকার হয়েছেন বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী ও সাধারণ মানুষ।

১৫. গত ৮ সেপ্টেম্বর সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় মনসুর আলী শেখ (৪৫) নামে এক ব্যক্তিকে আটকের পর পুলিশ তাঁর পায়ে গুলি করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুলিশের বক্তব্য হলো, মনসুর আলী শেখ মাদক ব্যবসায়ী। মাদক উদ্ধার অভিযানের সময় মাদক ব্যবসায়ীরা পুলিশকে উদ্দেশ্য করে হাত বোমা নিক্ষেপ করে এবং গুলি ছোঁড়ে। পুলিশও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। এই গোলাগুলিতে মনসুর আলী শেখ গুলিবিদ্ধ হন। কিন্তু মনসুর আলী শেখের স্ত্রী ফরিদা খাতুন অভিযোগ করেন, তাঁর স্বামী মনসুর আলী শেখ পেশায় একজন কৃষক। তাঁকে শ্যামনগর পুলিশ গত ৭ সেপ্টেম্বর বিকেলে বাস টার্মিনাল এলাকা থেকে আটক করে নিয়ে যায়।[৮]

১৬. বর্তমানের দমনমূলক পরিস্থিতির সুযোগে বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি পুলিশ ও র‍্যাব অনেক সাধারণ মানুষের ওপরও আক্রমণ করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর জবাবদিহিতার অভাব ও রাষ্ট্রের দায়িত্বহীনতা

অবৈধভাবে শিশুকে থানা হেফাজতে ১০ দিন আটক

১৭. রাজীব (১৩) নামে এক পথশিশুকে ঢাকার সুত্রাপুর থানায় ১০ দিন ধরে আটকে রাখার পর গত ৯ সেপ্টেম্বর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। পুলিশ সুত্র জানায়, ১০ দিন আগে কমলাপুর এলাকার সুমন নামের এক যুবক পুরোনো ঢাকার রায়সাহেব বাজার মোড়ে লোহা-লক্কড়ের এক ব্যবসায়ীর কাছে পথশিশু রাজিবকে চাঁদা আনতে পাঠায়। ওই ব্যবসায়ী শিশুটিকে আটক করে সুত্রাপুর থানার ওসিকে খবর দেন। এরপর ওসি খলিলুর রহমান পাটোয়ারী পুলিশ পাঠিয়ে শিশুটিকে থানা হাজতে এনে আটকে রাখেন। সুমনকে ধরার নামে পুলিশ প্রায় প্রতিদিনই শিশুটিকে নিয়ে অভিযানে বের হলেও তাকে আটক রাখার বিষয়টি থানার নিবন্ধন বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পথশিশুটির গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার চৌমুহনীতে।[৯]

১৮. রাজীবের মত পথশিশুদেরকে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ব্যবহার করছে। প্রতিনিয়ত এই শিশুরা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়াসহ চরম নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকিতে থাকছে। এই শিশুদের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে সরকারকে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

[৮] ডেইলি স্টার, ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫
[৯] প্রথম আলো, ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫

১১ মাসের শিশু থানা হাজতে

১৯. গত ১৬ সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর এলাকার অধিবাসী রাজু আহমেদ তাঁর স্ত্রী ও ১১ মাসের শিশু সন্তান রয়েলকে নিয়ে লাটিমা গ্রামে এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যান। রাত আনুমানিক ৮ টায় মহেশপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর আমির হোসেনের নেতৃত্বে একদল পুলিশ রাজুকে গ্রেফতার করতে ওই বাড়িতে যায়। কিন্তু পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে রাজু পালিয়ে যান। রাজুকে না পেয়ে পুলিশ তাঁর স্ত্রী ও ১১ মাসের সন্তানকে আটক করে। রাজু অভিযোগ করেন, আটকের সময় পুলিশ তাঁর স্ত্রীকে মারধর করে এবং নারী পুলিশ না থাকায় পুরুষ পুলিশ সদস্যরা সন্তানসহ তাঁর স্ত্রীকে টেনেহিঁচড়ে গাড়িতে তুলে থানায় নিয়ে যায় এবং সারারাত তাঁদের সেখানে আটকে রাখা হয়। পরদিন পুলিশ তাঁদের থানা থেকে ছেড়ে দেয়।[১০]

২০. *অধিকার* এই ঘটনাগুলোর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। *অধিকার* মনে করে, এইভাবে থানা হাজতে আটক রাখা সংবিধান ও আইনের পরিপন্থী। এই ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা চরম দায়মুক্তি ভোগ করছে। *অধিকার* অবিলম্বে তদন্ত সাপেক্ষে দোষী পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য দাবি জানাচ্ছে।

আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

২১. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৪৫ জন গুম হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ৯ জনের লাশ পাওয়া গেছে, ৩০ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে অথবা পরবর্তীতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বাকি ৬ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

২২. গুম মৌলিক মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এটি রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের একটি হাতিয়ার, যা শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার নামে তাঁদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হয়; যাঁদেরকে রাষ্ট্র শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে। গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারগুলোর দাবি, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকে তাঁরা গুম হয়েছেন অথবা পরে লাশ পাওয়া গেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে কারো কারো লাশ পাওয়া যাচ্ছে বা আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় নিয়ে তাঁকে হস্তান্তর করছে। অতীতে গুমের ঘটনাগুলো সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এবং অভিযুক্ত আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা বারবার অস্বীকার করেছেন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্তে গুম প্রমাণিত হওয়ার পরও[১১] অভিযুক্ত আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় এই ঘটনাগুলো ঘটেই চলেছে।

২৩. *অধিকার* এশিয়ান ফেডারেশন এগেইনস্ট ইনভলান্টারি ডিস্এ্যাপিয়ারেনসেস (আফাদ) এবং ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন এগেইনস্ট এনফোর্সড ডিস্এ্যাপিয়ারেনসেস (ইকায়েদ) এর সদস্য হিসেবে গুম জনিত অপরাধের ঘটনাগুলোর তথ্য সংগ্রহ, তথ্যানুসন্ধান, ভিকটিম ফ্যামিলি নেটওয়ার্ক গঠন এবং গুমের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

২৪. গত ১৮ সেপ্টেম্বর গুমের শিকার ব্যক্তিদের খোঁজ করার বিষয়টির ওপর অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য সমস্ত রাষ্ট্রের সরকার প্রধানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের ওয়াকিং গ্রুপ অন এনফোর্সড অর

[১০] প্রথম আলো, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫

[১১] প্রথম আলো, ১২ অগাস্ট ২০১২, http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2012-08-12/news/281302

ইনভলান্টারি ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স'এর চেয়ার অ্যারিয়েল ডুলিৎস্কি। গত ১৪ সেপ্টেম্বর জেনেভায় সংগঠনটির ১০৭তম অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশনে জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের জন্য গুম বিষয়ে সংগঠনটির বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। এই অধিবেশনে পাকিস্তান, চীন, সিরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কেনিয়াসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের গুম পরিস্থিতি ও এই সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা নিয়েও আলোচনা হয়।[১২]

২৫. *অধিকার* মনে করে গুমের ঘটনাগুলোর নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। *অধিকার* গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে এবং এর সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছে।

কারাগারে মৃত্যু

২৬. সেপ্টেম্বর মাসে ৬ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে।

২৭. কারাগারে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে অসুস্থ হয়ে অনেক কারাবন্দী মৃত্যুবরণ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

২৮. *অধিকার* কারাগারে বন্দীদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য দাবি জানাচ্ছে। কারাগারে বন্দীদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের মানবাধিকার

২৯. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের জমি দখল থেকে শুরু করে ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং তাঁদের উপাসনালয়ে হামলাসহ বিভিন্ন ধরণের অন্যায় কর্মকা- অব্যাহত আছে।

৩০. গত ১ সেপ্টেম্বর ঢাকা জেলার সাভারে রাজ ফুলবাড়িয়ার কৃষ্টনগর এলাকায় জমি দখলের উদ্দেশ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দিরে স্থানীয় দুবৃর্ত্ত হারুন ও হক্কার নেতৃত্বে ৫০-৬০ জনের একটি দুর্বৃত্ত দল দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। এই সময় মন্দিরের টিনের বেড়া ভেঙে দুর্বৃত্তরা ভেতরে প্রবেশ করে মন্দিরের ৯টি মূর্তি ভাংচুর করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন দুর্বৃত্তদের প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসলে তাঁদের মারধর করে দুর্বৃত্তরা চলে যায়। এই ঘটনায় ১৫ জন আহত হন।[১৩]

৩১. *অধিকার* সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর আক্রমণের ঘটনাগুলোতে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। অবিলম্বে এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে আইনের আওতায় আনতে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্ত নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে *অধিকার* সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা

৩২. সরকার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার কেড়ে নিয়ে বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর নিপীড়ন চালাচ্ছে। ফলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিবর্তনমূলক রূপ নিয়েছে।

[১২] প্রথম আলো, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫
[১৩] যুগান্তর, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৫

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি'র ওপর আরোপিত ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলা

৩৩.বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি'র ওপর আরোপিত ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে গত ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। ৯ সেপ্টেম্বর ঢাকার বাড্ডা থানাধীন আফতাবনগরে ইস্ট-ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করার সময় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ বেধড়ক লাঠিচার্জ, টিয়ারশেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। পুলিশের গুলিতে ইস্ট-ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার মাশফিকুর রহমানসহ ৩০ জন শিক্ষার্থী আহত হন।[১৪] এই বিক্ষোভ আরও ব্যাপক আকার ধারন করলে গত ১৪ সেপ্টেম্বর সরকার আন্দোলনের মুখে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি'র ওপর আরোপিত ৭.৫% ভ্যাট প্রত্যাহার করে নেয়।[১৫]

৩৪.শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার হলেও বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। বরং শিক্ষাকে বাণিজ্যে পরিণত করা হয়েছে। যার ধারাবাহিকতায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে টিউশন ফি'র ওপর ভ্যাট আরোপ করা হয়েছিল। শিক্ষা কোন বাণিজ্যিক পণ্য নয়; শিক্ষা জ্ঞান অর্জনের বিষয়, তাই অধিকার আশা করে যে, সরকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট আরোপ করা থেকে বিরত থাকবে।[১৬]

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তিচ্ছু আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলা

৩৫.গত ৩০ সেপ্টেম্বর বেলা আনুমানিক ১১:৩০ টায় পুলিশ জাতীয় যাদুঘরের সামনে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তিচ্ছুদের মিছিলে হামলা চালিয়ে তা প- করে দেয় এবং আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও বাচনিকভাবে লাঞ্ছিত করে। মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তিইচ্ছু শিক্ষার্থীরা সারাদেশে নতুন ভর্তি পরীক্ষার দাবিতে এই আন্দোলন শুরু করে। ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগে তাঁরা আগের ভর্তি পরীক্ষার ফল বাতিল করে নতুন ভর্তি পরীক্ষার দাবি জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বর থেকে মিছিল নিয়ে শাহবাগ মোড়ে আসলে পুলিশ বন্দুকের বাঁট দিয়ে তাঁদের মারধর করে এবং এক ছাত্রীর পোশাক ছিঁড়ে ফেলে। এই সময় পুলিশ মিছিল থেকে ১৫ জন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীকে আটক করে শাহ্বাগ থানায় নিয়ে যায়। উল্লেখ্য, গত ১৮ সেপ্টেম্বর দেশজুড়ে একযোগে সরকারি-বেসরকারি মেডিক্যাল এবং ডেন্টাল কলেজগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠে। এরপর থেকে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার ফল বাতিল করে নতুন পরীক্ষা নেয়ার দাবিতে আন্দোলন করছে। এদিকে একই দিন সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট মেডিক্যাল এবং ডেন্টাল কলেজে ভর্তিচ্ছু আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের আটক এবং মারধর করার প্রতিবাদে মিছিল বের করে। মিছিলটি শাহ্বাগ এলাকায় পৌঁছালে পুলিশ মিছিলে হামলা চালিয়ে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের ১৬ জন কর্মীকে টেনেহিচঁড়ে শাহ্বাগ থানায় নিয়ে যায়। তাঁদেরকে থানা হাজতে ঢুকিয়ে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়।[১৭]

---

[১৪] যুগান্তর, ১০ সেপ্টম্বর ২০১৫

[১৫] প্রথম আলো, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫

[১৬] উল্লেখ্য ইংরেজি মাধ্যম প্রাইভেট স্কুলগুলোতেও ভ্যাট আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনার পর এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হলে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি ডিভিশন বেঞ্চ স্কুলগুলোরে টিউশন ফি'র ওপর আরোপিত ভ্যাট ছয় মাসের জন্য স্থগিত করেন।

[১৭] নিউ এজ, মানবজমিন, ডেইলি স্টার, ১ অক্টোবর ২০১৫

বিরোধী দলের মিছিলে বাধা

৩৬. গত ৬ সেপ্টেম্বর গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে বরিশালে জেলা বিএনপির নেতা কর্মীরা একটি মিছিল নিয়ে জেলা কার্যালয়ের সামনে যেতে চাইলে পুলিশ জেলখানার মোড়ে মিছিলে বাধা দেয় এবং লাঠি চার্জ করে। এই ঘটনায় বিএনপির সাতজন নেতাকর্মী আহত হন এবং পুলিশ তিনজনকে আটক করে।[১৮]

৩৭. গত ১৬ সেপ্টেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) এবং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) এর নেতা-কর্মীরা ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে সমাবেশ করে। সমাবেশ শেষে মিছিল নিয়ে এগোতে থাকলে পুলিশ ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত স্বেচ্ছাসেবক লীগের সশস্ত্র নেতাকর্মীরা মিছিলে হামলা চালায়। এই সময় তারা বাসদের দুই নারী কর্মীকে বেধড়ক পিটিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। এরপর বিভিন্ন দোকানপাটে আশ্রয় নেয়া নেতাকর্মীদের পুলিশ ধরে এনে পেটায়। এই সময় পুলিশ কয়েক রাউন্ড গুলি ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করলে প্রায় ১৫ জন নেতাকর্মী আহত হয়ে সড়কের ওপর পড়ে থাকেন। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে মিঠাপুকুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা আহত অনিক, ফজলু, রতন ও নাহিদকে সেখান থেকে ধরে নিয়ে পুলিশে দেয়। একই দিনে কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলায় গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) এর অবরোধ কর্মসূচি পুলিশের হামলায় প- হয়ে যায়। এই সময় সাতজন নেতাকর্মী আহত হন।[১৯]

৩৮. *অধিকার* মনে করে, শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে পুলিশের বাধা দেয়ার ঘটনা নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকারের লঙ্ঘন।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ব্যবহার অব্যাহত

৩৯. *অধিকার* এর তথ্যমতে, ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২৭ জনকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের আওতায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

৪০. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) এখনো পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। ২০১৩ সালের ৬ অক্টোবর এই সংশোধিত আইনের ৫৭ ধারায়[২০] 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য বলা হয়েছে এবং সংশোধনীতে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভয়াবহভাবে লঙ্ঘন করছে এবং এই আইনকে মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও স্বাধীনচেতা মানুষের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

---

[১৮] মানবজমিন, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫

[১৯] যুগান্তর, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫

[২০] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদ- অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদ- অথবা উভয়দ- দ-িত হইবেন।

৪১. গত ২৪, ২৫ ও ২৮ জুন চট্টগ্রামের স্থানীয় দৈনিক সাংগু চট্টগ্রামের কেডিএস গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং চট্টগ্রাম মহানগরী চেম্বার অফ কর্মাস এর সভাপতি খলিলুর রহমানের নামে তিনটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই সংবাদের ফলে খলিলুর রহমানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) এর ৫৭(১) ধারায় পত্রিকার সম্পাদক কবির হোসেন, বার্তা সম্পাদক বদরুল ইসলাম এবং প্রধান প্রতিবেদক চম্পক চক্রবর্তীকে আসামী করে বায়েজিদ থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। গত ২১ সেপ্টেম্বর পত্রিকার সম্পাদক কবির হোসেন আদালতে হাজির হয়ে জামিন প্রার্থনা করলে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নূরুল আলম তাঁর জামিন নামঞ্জুর করে তাঁকে জেল হাজতে পাঠান।[২১]

৪২. *অধিকার* দেশের নাগরিকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে কোন নাগরিকের ব্যক্তিগত মতামত সরকারের বিপক্ষে গেলেই তাঁকে গ্রেফতার বা হয়রানি করা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার।

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন

৪৩. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ৪ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৩ জনকে গুলি করে ও ১ জনকে বিএসএফ ধরলা নদীতে ডুবিয়ে হত্যা করেছে। এই মাসে ৭ জন বাংলাদেশী বিএসএফ'এর গুলিতে আহত হয়েছেন।

৪৪. কোন প্রতিবাদের তোয়াক্কা না করে বাংলাদেশের সীমান্তে ভারতের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ যখন তখন গুলি চালিয়ে বাংলাদেশের বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা ও আহত করা অব্যাহত রেখেছে। দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নিয়মিত বৈঠকে বারবার সীমান্ত হত্যার বিষয় তুলে ধরা হলেও সেটা বন্ধ করার বিষয়টি রুটিন মাফিক নিষ্ফল আশ্বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে, অর্থাৎ বিএসএফ সীমান্তে তাদের গৃহীত নীতি; দেখামাত্র গুলি করা থেকে একবিন্দুও সরে আসেনি।

৪৫. গত ৯ সেপ্টেম্বর ভোর আনুমানিক ৫টায় ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুরে চাঁপসা সীমান্তের ৩৪৬ পিলার এলাকার ওপারে ভারতের ২২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কামারহাট ক্যাম্পের সদস্যরা বাংলাদেশী দুই গরু ব্যবসায়ী মোবারক (৩৫) ও মইনুল ইসলাম (৩০) কে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে তাঁরা দুজনই আহত হন। এই সময় বিএসএফ গুলিবিদ্ধ মোবারককে ধরে নিয়ে যায়। মইনুলকে আহত অবস্থায় ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য মইনুলকে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হলে গত ১৬ সেপ্টেম্বর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি সেখানে মারা যান। এদিকে গত ১৯ সেপ্টেম্বর আহত মোবারক ভারতের উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।[২২]

৪৬. গত ১৮ সেপ্টেম্বর জয়পুরহাট সদর উপজেলার ধলাহার ইউনিয়নের ভুটিয়াপাড়া সীমান্তের ২৭৬/৮ এর সাব পিলার সংলগ্ন এলাকার পশ্চিম রামকৃষ্ণপুর গ্রামে একটি পুকুরে দুই কিশোর মাছ ধরতে গেলে বিএসএফের সদস্যরা তাদের ধাওয়া করে। গ্রামবাসীরা এই ঘটনার প্রতিবাদ করলে বিএসএফের ৩০-৩৫ জন সদস্য সংঘবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের ভূ-খ-ের অন্তত চারশ' গজ ভেতরে ঢুকে এলোপাথারী গুলি চালায়। এই সময় রামকৃষ্ণপুর গ্রামের আবুজাফর বিদুৎ, ফারুক, সায়েম এবং ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির সদস্য

[২১] ডেইলি স্টার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৫

[২২] মানবজমিন, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ এবং নয়া দিগন্ত, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫

পরিমল মার্ডি ও নির্মল মার্ডি গুলিবিদ্ধ হন। গুলিবিদ্ধদের মধ্যে সায়েম (৩৭) কে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরের সময় তিনি মারা যান।[২৩]

৪৭. দু'দেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অননুমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তবে তা অবৈধ অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত করে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতারের পর বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের কথা। কিন্তু আমরা দেখছি ভারত দীর্ঘদিন ধরে এই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে বাংলাদেশীদের দেখা মাত্র গুলি করে হত্যা বা আহত করছে এবং অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের আক্রমণ করছে।

৪৮. *অধিকার* মনে করে, বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমাল রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। কোন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কখনোই তার বেসামরিক নাগরিকদের অন্য কোন দেশের বাহিনী কর্তৃক নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

৪৯. ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১১ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

৫০. প্রায়ই দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলতঃ ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৫১. বর্তমানে সমাজ সহিংস হয়ে উঠেছে এবং নারী ও শিশুদের প্রতি ব্যাপক সহিংসতার ঘটনাগুলো ঘটে চলেছে। সেপ্টেম্বর মাসেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী যৌন হয়রানি, ধর্ষণ ও যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন।

যৌন হয়রানি

৫২. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসে ২৬ জন নারী ও শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন; এর মধ্যে ২ জন আহত, ৩ জন লাঞ্ছিত এবং ২১ জন বখাটের হাতে বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এই সময় ৭ জন পুরুষ ও ১ জন নারী যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটেদের হাতে আহত হয়েছেন এবং ১ জন নারী লাঞ্ছিত হয়েছেন।

৫৩. গত ৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার ডেমরা এলকায় প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় এক কলেজ ছাত্রীকে মারধরের পর তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেয় বাদশা নামের এক দুর্বৃত্ত। ডেমরায় স্থানীয় একটি কলেজে অধ্যায়নরত বিএ দ্বিতীয় বর্ষের এই ছাত্রীকে কলেজে আসা যাওয়ার পথে স্থানীয় দুর্বৃত্তরা উত্ত্যক্ত করতো। এই ঘটনায় পুলিশ ২ জনকে আটক করেছে।[২৪]

[২৩] যুগান্তর, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫

[২৪] মানবজমিন, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫

ধর্ষণ

৫৪.সেপ্টেম্বর মাসে মোট ১০১ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ৩১ জন নারী, ৬৯ জন মেয়ে শিশু এবং ১ জনের বয়স জানা যায়নি। ওই ৩১ জন নারীর মধ্যে ১২ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন, ১ জন আত্মহত্যা করেছেন এবং ৩ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ৬৯ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৮ জন গণধর্ষণের শিকার হয় এবং ৪ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। এছাড়া একই সময়ে ৮ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়।

৫৫.গত ১১ সেপ্টেম্বর হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচংয়ের কাগাপাশা গ্রামে বড়হাটির সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের পঞ্চম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে কাগাপাশা ইউনিয়ন যুবলীগের সহ-সভাপতি সামছুল আলম চৌধুরী মধ্যরাতে তাদের ঘরে ঢুকে ধর্ষণ করে। পুলিশ সামছুল আলম চৌধুরীকে গ্রেফতার করেছে।[২৫]

যৌতুক সহিংসতা

৫৬.সেপ্টেম্বর মাসে ১৪ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১০ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ৪ জন শারীরিকভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। এছাড়া যৌতুকের দাবিতে দুই বছরের এক মেয়ে শিশুকে তার মায়ের সঙ্গে হত্যা করা হয়।

৫৭.গত ৮ সেপ্টেম্বর সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার তারালি গ্রামে পঞ্চাশ হাজার টাকা যৌতুকের জন্য রউফ নামে এক ব্যক্তি তার স্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন (২৬) ও মেয়ে আয়েশা সিদ্দিকী (২) কে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে পালিয়ে যায়।[২৬]

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে সরকারের বাধা

অধিকারের কর্মকাণ্ডে বাধা

৫৮.মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে এগুলো বন্ধ করার জন্য সোচ্চার থাকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের রোষাণলে পড়েছে। তবে ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার *অধিকার* এর বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিবেদনের কারণে *অধিকার* এর ওপর বিভিন্নভাবে হয়রানি শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে *অধিকার* হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের ঘটনার প্রতিবেদন প্রকাশ করার পর ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের সদস্যরা তুলে নিয়ে যায় । আদিলুর এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করে। পরবর্তীতে আদিলুর এবং এলানকে কারাগারে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন বন্দী করে রাখা হয়। গত ১১ অগাস্ট ২০১৩ ডিবি পুলিশের সদস্যরা *অধিকার* কর্তৃক বহু বছর ধরে সংগৃহীত ভিকটিমদের বিষয়ে বিভিন্ন সংবেদনশীল ও গোপনীয় তথ্য সম্বলিত দুইটি সিপিইউ ও তিনটি ল্যাপটপ নিয়ে যায়; যা আজ অবধি *অধিকার* ফেরত পায়নি। প্রতিনিয়তই *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী

[২৫] মানবজমিন, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫
[২৬] নিউ এজ, ৯ সেপ্টম্বর ২০১৫

চলছে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ওপর নজরদারীসহ মানবাধিকার কর্মকা- বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

৫৯. গত ৩০ অগাস্ট ২০১৫ ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে 'গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস' উপলক্ষে ভিকটিম পরিবারগুলোর অভিজ্ঞতা বিনিময়মূলক অনুষ্ঠান হবার কথা থাকলেও জাতীয় প্রেসক্লাব কর্তৃপক্ষ তা হঠাৎ করে বাতিল করে দেয়। এই অনুষ্ঠান করার জন্য গত ১১ জুলাই প্রেসক্লাবের অডিটোরিয়াম বুকিং দেয়া হয়েছিল এবং হলভাড়া পরিশোধ করা হয়েছিল। গত ২৯ অগাস্ট ২০১৫ বিকাল ৫.২০টায় প্রেসক্লাবের একজন স্টাফ অধিকার এ ফোন করে জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম চৌধুরীর নির্দেশে প্রেসক্লাবের অডিটোরিয়ামের বুকিং বাতিলের কথা জানান। এর আগে দুপুরে গুমের শিকার ব্যক্তিদের কয়েকটি পরিবারকে বিভিন্ন অজ্ঞাত ফোন নম্বর থেকে ফোন করে উল্লেখিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করার জন্য ভয়ভীতি দেখানো হয় এবং বিকাল ৫.৩০টায় দুইজন সাদাপোষাকধারী লোক *অধিকার* অফিসের মূল গেটে এসে অধিকার এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান এর অবস্থানের ব্যাপারে জানতে চায়। এছাড়া গত ৩০ অগাস্ট সারাদেশে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষা কর্মীদের ব্যাপারে খোঁজ করে এবং এই দিন উপলক্ষে কোন কর্মসূচি পালন করা থেকে বিরত থাকতে বলে।

৬০. এছাড়া *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য গত আঠারো মাস ধরে সবগুলো প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থছাড় বন্ধ এবং নতুন কোন প্রকল্পের অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের মানবাধিকার রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞার কারণেই তাঁদের প্রায় সবাই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সংস্থাটি চালাচ্ছেন।

৬১. একটি মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* এর দায়িত্ব সরকারের হাতে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো বন্ধের জন্য সরকারকে সচেতন করা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িতদের বিচারের ব্যাপারে সোচ্চার থাকা। অথচ সরকার হয়রানীর মাধ্যমে *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের কণ্ঠরোধ করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারের অসংখ্য সদস্যের কণ্ঠরোধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

শিশু অধিকার কর্মী গ্রেফতার

৬২. গত ১২ সেপ্টেম্বর ঢাকার রামপুরার বনশ্রী এলাকার একটি বাসা থেকে ১০ শিশুকে পাচার চেষ্টার অভিযোগে 'অদম্য বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন' নামে পথশিশুদের নিয়ে কাজ করে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মী আরিফুর রহমান (২৪), হাসিবুল হাসান (১৯), জাকিয়া সুলতানা (১৯) ও ফিরোজ আলম (২১) কে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নেয় পুলিশ। শিশুগুলোকে একইদিনে পুলিশ ঐ বাসা থেকে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ এই চারজন শিশু অধিকার কর্মীর বিরুদ্ধে রামপুরা থানায় মানাব পাচারের অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে। গ্রেফতারকৃতরা দাবি করেছেন, সরকারের অনুমতি নিয়েই তাঁরা পথশিশুদের পুনর্বাসনে কাজ করতেন। থানায় নেয়ার পর ঐ শিশুরা জানায়, তারা আগে সদরঘাট ও কমলাপুর রেলস্টেশনে ভাসমান অবস্থায় ছিল। প্রতিষ্ঠানটিতে ভালো থাকা-খাওয়ার পাশাপাশি তারা নিজেদের নাম লিখতে ও পড়তে শিখেছে।[২৭] পুলিশের পক্ষ থেকে থানায় আনা শিশুদের মধ্যে মোবারক নামে এক শিশুকে তার পরিবারের জিম্মায় দেয়া হয়েছে এবং আদালতের অনুমতিতে অন্যান্য শিশুদের টঙ্গীর কিশোর সংশোধনাগারে

[২৭] প্রথম আলো, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫

পাঠানো হয়েছে। ২০১৪ সালের ২৯ শে জানুয়ারি 'অদম্য বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন' স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয়। এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত বেশীর ভাগ কর্মীই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। পথশিশুদের শিক্ষা দেয়া, শীতের সময় গরম কাপড় দেয়া, বিভিন্ন পার্ক বা চিড়িয়াখানায় বেড়াতে নেয়াসহ শিশুদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমুখী কাজে সম্পৃক্ত হয় 'অদম্য বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন'। সংগঠনের বোর্ড সদস্য গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের শিক্ষার্থী রত্না বিশ্বাস জানান, "পথ শিশুদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল তৈরির উদ্দেশ্যে ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে বনশ্রীতে তাঁরা একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিলেন। ওই ভাড়া করা ফ্ল্যাটেই প্রাথমিকভাবে ১০ জন শিশুকে রাখা হয়েছিলো"।[২৮]

৬৩. বর্তমান সরকার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে। *অধিকার* এর মত জনগণের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে সোচ্চার সংগঠনই শুধু নয়, এমনকি যারা সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক অধিকার নিয়ে কাজ করেন এমন সংগঠনের কর্মীরাও এখন গ্রেফতার-আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। *অধিকার* অবিলম্বে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি এবং এই ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানাচ্ছে।

[২৮] মানবজমিন, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫

পরিসংখ্যান: ১-৩০ জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০১৫*											
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	অগাস্ট	সেপ্টেম্বর	মোট
**বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	১২	৩০	৯	৮	১৪	৬	৭	১৯	৯	১১৪
	গুলিতে নিহত	৫	৫	২	১	০	৩	০	০	৪	২০
	পিটিয়ে হত্যা	১	০	০	০	১	০	০	০	০	২
	শ্বাসরোধে হত্যা	০	১	০	০	০	০	০	০	০	১
	নির্যাতনে মৃত্যু	০	০	১	০	২	০	০	০	০	৩
	অন্যান্য	০	২	০	০	১	০	০	০	০	৩
	মোট	১৮	৩৮	১২	৯	১৮	৯	৭	১৯	১৩	১৪৩
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা পায়ে গুলি		২	১৬	৮	১	৩	০	০	০	২	৩২
গুম		১৪	৯	১১	৩	৩	৩	০	২	০	৪৫
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	২	৫	১	৯	৩	৩	৫	৩	৪	৩৫
	বাংলাদেশী আহত	১১	৭	৫	৪	২	৬	৫	৬	৭	৫৩
	বাংলাদেশী অপহৃত	৪	৯	৩	০	০	১	৩	০	০	২০
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত	৬	৩	১৬	১৬	৫	০	৬	১	১	৫৪
	হুমকির সম্মুখীন	১	১	০	২	১০	১৫	১	১	০	৩১
	লাঞ্ছিত	২	১	০	০	০	০	০	৩	০	৬
	নির্যাতন	০	০	১	০	০	০	০	০	০	১
	গ্রেফতার	২	০	১	১	১	০	১	১	০	৭
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	৪৮	৪০	৩৩	১১	৫	১১	৫	১৩	৮	১৭৪
	আহত	১৯৪৭	৭২২	৫৮০	২৬২	২৭২	৩২০	৪৭৫	৪২৬	৫৬৪	৫৫৬৮
যৌতুক সহিংসতা		১৩	১৫	১৫	১৩	১৭	১৪	২৩	১৬	১৫	১৪১
ধর্ষণ		৩৩	৪৫	৪১	৪৪	৮২	৬৫	৬৫	১০৬	১০১	৫৮২
***যৌন হয়রানীর শিকার		১৯	৯	১৯	৬	৯	১৩	৫	৩৪	২৬	১৪০
এসিড সহিংসতা		৮	৪	৩	৫	৪	১	৫	৬	০	৩৬
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১২	৭	৮	১৫	১৫	১১	৯	১৯	১১	১০৭
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার		১	২	৩	১	১	৬	২	৪	৭	২৭

* *অধিকার* এর তথ্য হতে সংকলিত

** জানুয়ারি-মার্চ মাসে রাজনৈতিক সহিংসতার সময় ৫ টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকা-ের ঘটনা ঘটেছে যা রাজনৈতিক সহিংসতার অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

***গত ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ে অনেক নারী যৌন আক্রমণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে, যার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি বলে পরিসংখ্যানে অর্ন্তভুক্ত করা যায়নি।

সুপারিশসমূহ

১. অস্থিতিশীল ও সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি বন্ধের লক্ষ্যে অবিলম্বে আলোচনার ভিত্তিতে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জবাবদিহিতামূলক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে।

২. বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। 'ক্রসফায়ার' ও 'বন্দুকযুদ্ধ'র নামে বিচারবহির্ভূতভাবে মানুষ হত্যা বন্ধ করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principals on the use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials হুবহু মেনে চলতে হবে।

৩. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিস্এ্যাপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে। শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলা এবং দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকান্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে।

৪. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরকারি হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। আমারদেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। দৈনিক আমারদেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান[২৯]সহ রাজনৈতিক কারণে আটককৃত সবাইকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ সহ সমস্ত নিবর্তনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৫. শান্তিপূর্ণ সভা সমাবেশকে বাধাগ্রস্ত করা থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে।

৬. ধর্মীয়, জাতিগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং তাঁদের ওপর আক্রমণকারী ও তাঁদের সম্পদ দখলকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৭. বিএসএফ'এর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে সরকারকে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে সরকারকে প্রচলিত আইনের সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। এছাড়া সহিংসতা বন্ধে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৯. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। সরকারকে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে এবং *অধিকার* এর সমস্ত মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অবিলম্বে অর্থছাড় করতে হবে।

[২৯] মাহমুদুর রহমান ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল থেকে কারাগারে আটক রয়েছেন।